Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সংখ্যা ৭: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬

কৃষি তথ্যপ্রযুক্তি মেলা

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ও কেয়ার বাংলাদেশ পাথওয়েজ প্রকল্প ২১ নভেম্বর যৌথভাবে সাতক্ষীরার ফিংড়ী ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে 'কৃষকদের কলাকৌশল ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক অবহিতকরণ' মেলার আয়োজন করে। মেলায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ৫ শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ৭০ ভাগই ছিল নারী।

আনন্দঘন পরিবেশে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (ডব্লিউএমজি) এর কার্যক্রমের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষদের আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য এই মেলার আয়োজন করা হয়। কৃষি উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষিকে অধিক লাভজনক করে তোলা এই মেলার লক্ষ্য।

কৃষি পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম কিভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করছে সে বিষয়ে গোজখালী, মোরিচাপ এবং কৈখালির ব্লু গোল্ড সহকারীদের প্রদর্শণী স্টলটি উপস্থিত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুষ্ঠুভাবে কাজ করার স্বার্থে সরকার, এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ এবং পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় দরকার। আন্ত সম্পর্ক উন্নয়ন, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করা এবং নারী নেতৃত্বের দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ মেলার স্টলগুলোতে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে।

গ্রাম পর্যায়ে সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব প্রদান, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে এফএফএস'র কার্যক্রম তুলে ধরা এবং অনুপ্রাণিত করার কার্যক্রম ছিল মেলার অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। মেলায় স্টলগুলো ছিল কেয়ার বাংলাদেশ, এএফসি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বিসমিল্লাহ নার্সারি, গানের হাট, এমএস কৃষক কুঞ্জ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর। মেলায় অংশগ্রহণকারী কৃষকদের সুগারবিট গাছের বীজ, ব্লু গোল্ড বার্তা ও প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়।

ক্ষুদ্র ঋণের সাফল্য

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর ইউনিয়নে গন্ধমারি কাঁঠালতলা পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠিত হয় ২০০৪ সালে। পরে সংগঠনটি ২৫ জন সদস্য নিয়ে সমবায়ের অধীনে নিবন্ধিত হয়।

ব্লু গোল্ড আসার পর বাংলাদেশ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে এ দলটি নিবন্ধন গ্রহণ করে। নিবন্ধনের পূর্বে ৫৫% খানা থেকে ১৭৬ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে পূর্বের ব্যবস্থাপনা কমিটি ভেঙ্গে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই পানি ব্যবস্থাপনা দলের পূর্বের শেয়ার সঞ্চয় মিলে ছিল ১১ লক্ষ টাকা, বর্তমানে সঞ্চয় প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা। সঞ্চয়কে নিয়মের অধীনে আনায় সদস্যদের মাঝে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সঞ্চয়ের টাকা ব্যাংকে অলসভাবে ফেলে না রেখে দলের সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ঋণের পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ২ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকা। যখন কোন সদস্যকে ঋণ প্রদান করা হয় তখন জামানত হিসাবে তার পাশ বই এবং অন্য দুজন জামানত প্রদানকারীর পাশ বইও রেখে দেওয়া হয়। এছাড়াও ৩ জন সাক্ষী থাকে এবং দল থেকে ২ জন আদায়কারী নিয়মিতভাবে ঋণ কার্যক্রম তদারকি করে থাকেন। এ ঋণের টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয় না, একবারে বছর শেষে পরিশোধ করলে চলে। তবে, প্রতি মাসে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করতে হয়। সার্ভিস চার্জের পরিমাণ বছরে শতরা ১২%। এভাবে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ফলে এবং কোন চাপ না থাকায় সদস্যগণ দলের পুঁজি থেকে প্রয়োজনমত ঋণ গ্রহণ করছে এবং সঠিক সময়ে পরিশোধ করছে। ফলশ্রুতিতে মহাজন কিংবা স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হচ্ছে না। দলের এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে দলীয় সিদ্ধান্ত, নেতৃত্বে আস্থা, সহজ শর্তে ঋণের সুবিধা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা।

কৃষি হবে ব্যবসাবান্ধব

কৃষিকে ব্যবসার মত লাভজনক করার জন্য ব্লু গোল্ড বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে কৃষকদের বিভিন্নরকম প্রশিক্ষণ ও কৌশল প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ পূর্ব গোলবাশবুনিয়া বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যগণ কৃষি কাজকে একটি অন্যতম ব্যবসা হিসাবে বিবেচনা করে কৃষিকে লাভজনক করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ প্রসঙ্গে রিসোর্স ফার্মার মো. হারুন হাওলাদার বলেন, কৃষি কাজকেও ব্যবসা হিসেবে ভাবা যাবে এটা আমরা আগে বুঝতে পারিনি। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম আমাদের সেই ধারনা দিয়েছে। খরচ কমিয়ে বিভিন্ন কৌশলে কৃষিকে যে অধিক লাভজনক করা যায়, সে সম্পর্কে আমরা বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুল থেকে জানতে পেরেছি এবং অনেক সুফলও পেয়েছি। গত বছর আমি ১৬ জন কৃষকের পক্ষ থেকে পটুয়াখালী গিয়ে ৮০ কেজি মুগ ডালের বীজ কিনে এনেছি। এতে আমাদের প্রত্যেকের তিনভাবে লাভ হয়েছে। যে বীজের খুচরা মূল্য ৭০ টাকা সেই বীজ আমরা কিনেছি ৬০ টাকা দরে। আবার প্রত্যেকের প্রায় ১০০ টাকা করে যাতায়াত ভাড়া বেঁচে গেছে পাশাপাশি বাড়িতে সবাই অন্য কাজে সময় দিতে পেরেছে। এছাড়া বিভিন্ন দোকান দেখে দর দাম করে ভালো মানের বীজ কিনতে পেরেছি।

দলীয় উদ্যোগের সুবিধা এবং লাভ দেখে পরবর্তীতে বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুল এর সদস্য নয় এমন কৃষকরাও এই দলের সাথে যোগ দেয় এবং বালাইনাশক ও ধানবীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণও একত্রে ক্রয় করে।

বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুল এর অপর সদস্য মো. সামছু মৃধা বলেন শুধুমাত্র একত্রে ক্রয়-বিক্রয়ই নয় কৃষি কাজকে অধিক লাভজনক করতে হলে বিভিন্ন সেবাদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। গত বছর ব্লু গোল্ড এবং বিএডিসির মাধ্যমে আইডিই বাংলাদেশ এর সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়। সংস্থাটির সহযোগিতায় আমরা ৫ জন কৃষক সারিতে বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে ৫ একর জমিতে মুগ ডাল বপন করি এবং অনেক বেশী ফলন পাই। তাই এবছর আমরা নিজেরাই একটি বীজ বপন যন্ত্র কেনার উদ্যোগ নিয়েছি।

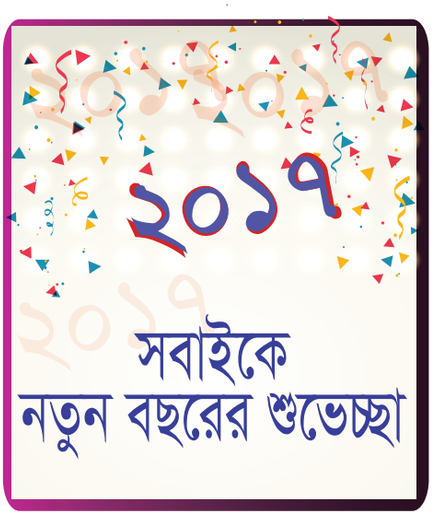

ব্লু গোল্ড বার্তা

দুর্যোগের পরে করণীয়

এপ্রিল থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের উদ্বেগে দিন কাটায়। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে প্রস্তুতি দরকার।

- আহত ব্যক্তিদের দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন এবং আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরতে পরস্পরকে সহায়তা করুন;
- ঘর বাড়ী মেরামত/পূণঃ নির্মাণের ব্যবস্থা করুন এবং আবর্জনা ও ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে চলাচলের রাস্তা পরিষ্কার করুন;
- মৃতদেহ ধর্ম অনুসারে সৎকারের ব্যবস্থা করুন এবং মৃত পশু-পাখি দ্রুত মাটিতে পুতে ফেলুন;
- বৃষ্টির পানি ও আটকে পড়া পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করুন;
- নলকূপের বন্ধ মুখ খুলে অনেকক্ষণ চেপে পানি ব্যবহার উপযোগী করতে হবে। নলকূপ ছাড়া অন্য পানি পান করার আগে অবশ্যই বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ফিটকিরি ব্যবহার করুন অথবা পানি ফুটিয়ে পান করুন;
- ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ ও সরকারি বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহযোগিতা করুন।

দুর্যোগ দেখে কোনো ভয় নয়
সাহস নিয়ে একসাথে কাজ করলেই দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়

যদি থাকে প্রস্তুতি
কম হবে ক্ষয়ক্ষতি

ব্লু গোল্ড কার্যক্রমের হালচিত্র
নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত

বিবরণ	সংখ্যা
ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিচালিত পোল্ডার	১৪টি
সংগঠিত/সক্রিয় ডব্লিউএমজি (পানি ব্যবস্থাপনা দল)	৩৫৪টি
সংগঠিত ডব্লিউএমজিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য	৮৬,৮৫৮ (নারী ৩৬,৯৯৩, পুরুষ ৪৯,৮৬৫)
নিবন্ধন প্রাপ্ত ডব্লিউএমজি	৩৩২টি
সংগঠিত/সক্রিয় ডব্লিউএমএ (পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন)	৩৯টি
সমাপ্ত কৃষক মাঠ স্কুল	কারিগরি সহায়তা টিম ৫১০টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৪২৮টি
প্রশিক্ষিত কৃষিসেবা দানকারী	কৃষি ২০, মৎস্য ১৬, প্রাণিসম্পদ ৪০
নির্বাচিত ভ্যালু চেইন	৭টি
বেড়িবাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	২১৩.৩৫ কিলোমিটার
স্লুইস গেট নির্মাণ/সংস্কার	৬০টি
খাল খনন/সংস্কার	৯৭.৯১ কিলোমিটার
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডব্লিউএমজি সদস্য	২১,৫৮৭ (নারী ৭,৭৬৪, পুরুষ ১৩,৮২৩)
এলসিএসের আওতাভুক্ত সদস্য	১৮,৩০০ (নারী ৬,৭৮৫, পুরুষ ১১,৫১৫)
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ স্থাপন	৩৪টি ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্র: মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল

মুসলিমার স্বপ্নজয়ের গল্প

দুই সন্তানের জননী মুসলিমার বাড়ি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউপির গগেন্দ্রপুর গ্রামে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় তার বিয়ে হলেও মুসলিমার অদম্য ইচ্ছাকে দমাতে পারেনি ঘর, সংসার বা পুরুষ শাষিত সমাজের শৃঙ্খল।

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কর্ম এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা দলে নারী-পুরুষের সংখ্যানুপাতিক সমন্বয় রক্ষা করেই কাজ শেষ করছে না, বিকশিত করছে নারী নেতৃত্বের গুনাবলী। নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে। যার ফলে তারা নিজ পরিবার, গোষ্ঠী এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হচ্ছে, দিন দিন বাড়ছে তাদের জনপ্রিয়তা, নির্বাচিত হচ্ছে জনপ্রতিনিধি হিসাবে। এমনই একজন সফল নারী সাহস ইউপি সদস্য মুসলিমা বেগম।

ইপসাম প্রকল্প যখন শুরু হয় তখন মুসলিমা কিশোরী কিন্তু বিবাহিত। মানুষের জন্য কাজ করার সুপ্ত ইচ্ছা মনের মধ্যে থাকলেও অল্প বয়সে ঘর-সংসার সামাল দিতে গিয়ে বের হতে পারেনি সংসারের গন্ডি থেকে। কিন্তু মরে যায়নি তার স্বপ্ন। একদিন তার প্রতিবেশীর কাছে শুনলো ডব্লিউএমজি কার্যক্রম সম্পর্কে। তারপর মুসলিমা ডব্লিউএমজি তে যোগ দেয়, শুরু হয় তার নেতৃত্ব বিকাশের পথচলা। কর্ম দক্ষতা, সততা ও নেতৃত্বের গুনাবলীর জন্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মুসলিমা ডব্লিউএমজি এর সহ-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়।

মুসলিমা বলেন, আগে মানুষের সাথে মিশতে সংকোচ বোধ করতাম কিন্তু ইপসাম ও ব্লু গোল্ড থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর আমার সে সমস্যা দূর হয়েছে। এখন ডব্লিউএমজির ২১১ সদস্যসহ এলাকার সবার সাথে সুন্দরভাবে মিশতে পারছি, বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকতে পারছি। ডব্লিউএমজি সদস্যরা আমার স্বপ্ন পুরণে সহায়ক হয়েছে। তাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

মুসলিমা আরও বলেন, মাত্র ১০ বছর আগে আমি জানতাম না আমার ইউনিয়ন পরিষদ কোথায় অবস্থিত। তারা কি কাজ করে। আমি প্রথম ইউপিতে যাই ইপসাম এর মিটিং এ। আমি সেখানে কি করব, কি বলব এই চিন্তায় সারারাত ঘুমাতে পারিনি। সেই আমি এখন ইউপির নির্বাচিত সদস্য। আমার এই সফলতার মূলে রয়েছে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম। ইউপি ও ডব্লিউএমজি এর মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি করে এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা দলকে একটি মডেল হিসাবে পরিণত করতে পারলে আমার সত্যিকারের স্বপ্ন পুরণ হবে।

পোল্ডার ৪৩/২বি

ইউনিয়নঃ আমখোলা, উপজেলাঃ গলাচিপা, জেলাঃ পটুয়াখালী

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

এক নজরে পোল্ডার ৪৩/২বি

বিবরণ	সংখ্যা
পানি ব্যবস্থাপনা দল	২৮টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন	৩টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সদস্য	৭,২৯৭ জন (নারী:৪,৩০২ পুরুষ:২,৯৯৫)
কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	৩১টি (সমাপ্ত)
বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	৮টি (চলমান)
নির্বাচিত ভ্যালুচেইন	মুগ ডাল, আমন ধান
সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা দল	২টি
বেড়িবাঁধ	৩৯.৮৩ কিলোমিটার
খাল	১৩৯ কিলোমিটার
স্লুইস গেট	৬টি
প্রধান শস্য	আমন ধান, মুগ ডাল, তরমুজ
প্রধান সমস্যা	খাল ভরাট জনিত জলাবদ্ধতা

সাংগঠনিক সফলতার চিত্র

সাংগঠনিক দক্ষতা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ৪৩/২বি পোল্ডারের ২৮টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের মধ্যে আলগী-চালিতাবুনিয়া একটি সফল সংগঠন। মাত্র ৬৩ জন সদস্য এবং ৯ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে ব্লু গোল্ড এর সহায়তায় পথচলা শুরু হয়। এখন সদস্য সংখ্যা ১৫২ জন আর মূলধন দাড়িয়েছে ২ লক্ষ টাকায়। সংগঠনটির সভাপতি মো. হারুন অর রশিদ বলেন, ব্লু গোল্ড এর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আর পরামর্শ না পেলে আজকের এই অবস্থানে আসা সম্ভব হত না। এখন আমরা বিশ্বাস করি, স্বচ্ছতা ও সকলের অংশগ্রহণে যে কোন সংগঠন পানি ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে।

মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও দক্ষতা অর্জন করায় আলগী-চালিতাবুনিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য মমতাজ পারভীনকে এলাকার জনগণ ইউপি সদস্য নির্বাচিত করেছে। সদস্যদের কাছে দলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই শত সমস্যার মাঝেও প্রত্যেক সদস্য নিয়মিত মাসিক সঞ্চয় জমা দিয়ে আসছে। সঞ্চয়ের টাকা তারা অলস ফেলে না রেখে জমি লিজ নিয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। দলটি ফাও (FAO)'র কাছ থেকে যে ২টি পাওয়ার টিলার পেয়েছে তা ভাড়া দিয়ে আয় করেছে ৭০ হাজার টাকা। এছাড়া ব্লু গোল্ড এর সহযোগিতায় সংগঠনটি দরিদ্র ও হতদরিদ্র সদস্যদের দ্বারা এলসিএস গঠন করে সাড়ে ৫ লক্ষ টাকার মাটির কাজ করেছে।

এই দলটির ২৫টি কৃষক পরিবার উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস মুরগী পালন এবং সবজি চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এখন এলাকার অনেক পরিবার উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস মুরগী পালন এবং সবজি চাষ করে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয় করছেন। দলটির সাধারণ সম্পাদক বলেন, সংগঠনটি যাতে চিরস্থায়ীভাবে টিকে থাকে সে লক্ষ্যে ২০১৫ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ডে নিবন্ধন করা হয়েছে। এখন ইউনিয়ন পরিষদ এবং কৃষি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। যখন ব্লু গোল্ড থাকবে না, তখনও যাতে একইভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারেন সেজন্য সব ধরনের প্রস্তুতি তারা এখনই নিয়ে রাখতে চান।

২০ বছরের সমস্যার সমাধান

৪৩/২বি পোল্ডারের আমখোলা থেকে চিংগুরিয়া প্রায় ১০ কি.মি. বেড়িবাঁধ এর বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গনের ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিল। প্রায় প্রতি বছরই বাঁধের ভাঙ্গা অংশ দিয়ে জোয়ারের পানি ঢুকে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হত। যার ফলে এলাকার আড়াই হাজার পরিবারের দেড় হাজার একর জমির আমন ধান সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে নষ্ট হত। অন্যদিকে নদীর নোনা পানি ঢোকার ফলে রবি ফসল চাষ করাও সম্ভব হত না এবং দিন দিন জমি উর্বরতা হারাচ্ছিলো। সমস্যাটি প্রকট আকার ধারন করে ২০০৭ এর প্রলয়ংকরী সাইক্লোন সিডরের আঘাতের পরে। সিডরের আঘাতে অনেক জায়গায় বাঁধের অস্তিত্ব বিলিন হয়ে যায়। জলাবদ্ধতা এমন চরম আকার ধারন করে যে, চাষাবাদ দূরের কথা এলাকার মানুষ ঘর থেকে বাইরে বের হতে পারত না। বর্ষা মৌসুমে বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। প্রাণি খাদ্যের চরম সংকটের ফলে অনেক পরিবারকে গবাদি প্রাণি পালন ছেড়ে দিতে হয়েছে। খাদ্য এবং অর্থ সংকটে অনেক পরিবার ধার দেনায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। দিশেহারা হয়ে এলাকার জনগণ কয়েকবার নিজেদের চেষ্টায় বাঁধ মেরামতের উদ্যোগ নিলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি। বাঁধটি একটি বড় নদীর পাশে হওয়ায় এবং নদীতে অনেক বেশী জোয়ার ভাটার টান থাকায় তেমন একটা সফলতা পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে ইপসাম

প্রকল্পের আওতায় বেড়িবাঁধের কিছু অংশ সংস্কার করা হলে কিছুটা উন্নতি হয় বটে কিন্তু বাঁধটি আবার ভেঙ্গে যায়। পরিশেষে, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭টি এলসিএস এর মাধ্যমে বাঁধটি সম্পূর্ণ মেরামত করা হয়। এলসিএস এর সাহায্যে বাঁধটি মেরামত করার ফলে জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে। ক্ষেত ভরে উঠছে সোনালি ফসলে। পাশাপাশি বাঁধের কাজ করে ৩২০ জন দরিদ্র পুরুষ এবং ১৮০ জন দরিদ্র নারী সদস্যের তিন মাসের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। আমখোলা মুশুরীকাটি স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ্ আলম হাওলাদার সোনালী ধানে ভরা মাঠ দেখিয়ে বলেন, শত বছরের মধ্যে এবারই বাম্পার ফলন হয়েছে, বাঁধ মেরামত করা না হলে এখন এই মাঠে ধানের পরিবর্তে শুধু পানি দেখতেন। এলাকার সবাই আজ অনেক খুশি। পাশে দাঁড়ানো অন্য এক গ্রামবাসী স্কুলগামী বাচ্চাদের দেখিয়ে বলেন, ঐ দ্যাহেন মোগো বাচ্চারা আইজ কি সুন্দর স্কুলে যাইতে আছে, এত বছর এই সময় স্কুলে যাওয়া তো দূরের কতা পানির কারণে গর দিয়াই বাইর অইতে পারত না।

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনায় ফসল বেড়েছে দেড়গুণ

স্লুইস গেট অপারেটর নিয়োগ করে কান্তার স্লুইস দিয়ে সঠিক সময়ে কৃষকদের চাহিদানুযায়ী পানি ব্যবস্থাপনা করে কৃষিতে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ৩ মৌসুমে এই স্লুইসের আওতাধীন ৮০০ একর আবাদী জমিতে পূর্বের তুলনায় বেশী ফসল উৎপাদিত হয়েছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা ।

বরগুনার আমতলী উপজেলার গুলিশাখালী ইউনিয়নের দক্ষিণ আঙ্গুলকাটা পানি ব্যবস্থাপনা দল কান্তার স্লুইস সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য মো. শহিদুল ইসলামকে স্লুইস গেট অপারেটর হিসেবে নিয়োগ করেছে। মৌসুমের কোন সময়ে কখন, কতটা পানি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সেটা এখন সঠিকভাবে দেখছেন এই শহিদুল ইসলাম। ফলে সময়মত সঠিক পরিমানে পানি পাচ্ছে কৃষকরা। আর গেট অপারেটরকে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা মৌসুমভিত্তিক চাঁদার মাধ্যমে মজুরী প্রদান করছে। এই সফলতা দেখে পার্শ্ববর্তী পানি ব্যবস্থাপনা দল দক্ষিণ ডালাচারার সদস্যরা উদ্যোগী হয়ে আঙ্গুলকাটা স্লুইস গেটের পানি সঠিক সময়ে পরিচালনা করছে। এই পানি ব্যবস্থাপনা দলে কমিউনিটি অর্গনাইজার হিসেবে কর্মরত আছেন মিলন রানী দত্ত।

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় খাল পরিষ্কার

প্রায় ২ কি.মি. দীর্ঘ ও ৫০ মিটার চওড়া আলগী-তাফালবাড়িয়া খাল সংস্কারের অভাবে কচুরিপানা পঁচে খালের পানি দূষিত এবং কালো দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। সেচের পানির অভাবে রবি ফসল চাষ বন্ধ হবার যোগাড় হয়। প্রায় ১০ বছর যাবৎ এলাকার মানুষ চরম অসহনীয় অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করে আসছে।

এই সমস্যার আশু সমাধানের জন্য আলগী-তাফালবাড়িয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল সমস্যাটি তাদের সাধারণ সভায় উত্থাপন করে এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সবাই মিলে কচুরিপানা পরিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সভার সিদ্ধান্ত ইউপি চেয়ারম্যানকে জানালে তিনি কচুরিপানা পরিষ্কারের কাজে পরিষদের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেসব জেলে কচুরিপানা পরিষ্কারের কাজে জড়িত হবে তারা বিনা বাধায় এই খালে মাছ ধরতে পারবে। এলাকার জনগণ এবং ইউপি সম্মিলিতভাবে প্রায় এক বছরের চেষ্টায় কচুরিপানা পরিষ্কারের কাজ সম্পন্ন করেছে। এলাকার মানুষ এখন কৃষিসহ দৈনন্দিন কাজে এই খালের পানি ব্যবহার করছে।

ব্যবসা উন্নয়ন কমিটি একটি সফল উদ্যোগ

গাভীর দুধ বিক্রির জন্য 'ব্যবসা উন্নয়ন কমিটি' গঠন করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে সাতক্ষীরার জোড়দিয়া এডুখাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে সাতক্ষীরায় উন্নত পদ্ধতিতে দুগ্ধজাত গাভী পালন দিন দিন লাভজনক হয়ে উঠছে।

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম সাতক্ষীরার ২ নম্বর পোল্ডারের ৭ম সাইকেল কৃষকমাঠ স্কুলের সেশনে উন্নত পদ্ধতিতে দুগ্ধজাত গাভী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এই গাভী পালন করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে স্থানীয় বাজারে দুধ বিক্রি করে বাড়তি আয় করছে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে বাজারে দুধ বিক্রি করায় কৃষকরা আশানুরুপ দাম পাচ্ছে না। ফলে তারা সমবেতভাবে দুধ বিক্রির জন্য 'ব্যবসা উন্নয়ন কমিটি' গঠন করেছে এবং এর সুফল পাচ্ছে।

জোড়দিয়া এডুখাল পানি ব্যবস্থানা দলের কমিউনিটি অর্গানাইজার সৈয়দ আতিকুল ইসলাম এবং কৃষক মাঠস্কুল অর্গানাইজার মো. জাকির হোসেনের সহযোগিতায় ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবসা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ব্যবসা উন্নয়ন কমিটি জোড়দিয়া এডুখাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের এলাকাকে ৫টি ভাগে ভাগ করে এলাকার জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে জানা যায়, অত্র এলাকার ২৫৪টি পরিবারে দুগ্ধজাত গাভী রয়েছে এবং প্রতিদিন গড়ে ১৫০০ লিটার দুধ পাওয়া যাচ্ছে। কমিটির নির্ধারিত লোকজন এই দুধ সংগ্রহ করে ব্র্যাক ক্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ব্র্যাক ক্রয় কেন্দ্রের সাথে কমিটির সদস্যদের যোগাযোগ হয়েছে এবং তারা সম্মত হয়েছে সঠিক বাজারদর প্রদান করতে। এর পাশাপাশি স্থানীয় ব্যাংদহ বাজারে ব্যবসায়ীদের সাথে একাধিক মিটিং করে দুধের দাম নির্ধারণ করেছে কমিটির সদস্যরা।

ব্যবসা উন্নয়ন কমিটির কার্যক্রম যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় তাহলে স্থানীয় কৃষকেদের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। জোড়দিয়া এডুখাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের বার্ষিক সাধারণ সভায় পানি ব্যবস্থাপনা দলের সকল সদস্য মিলে সংগঠনের পুঁজি বাড়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এই ভালো শিখনটি অপরাপর পানি ব্যবস্থাপনা দলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

প্রকাশক: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কারিগরি সহায়তা টিম ॥ নির্বাহী সম্পাদক: আনিস পারভেজ ॥ সম্পাদক: তারেক মাহমুদ ॥
সম্পাদনা পরিষদ: মো. আওলাদ হোসেন, সুমনা রানী দাশ, প্রতীতি মাসুদ॥
সংবাদ সহায়তায়: শীতল কৃষ্ণ দাস, রোকসানা বেগম, মো. মাকসুদুর রহমান, রবিউল আমীন, শেখ মহিবুল্লাহ ॥

যোগাযোগ: নির্বাহী সম্পাদক, ব্লু গোল্ড বার্তা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, করিম মঞ্জিল, বাড়ি ১৯, সড়ক ১১৮, গুলশান, ঢাকা ১২১২
ফোন ৯৮৯৪৫৫৩ info@bluegoldbd.org ▪ bluegoldbd.org ▪ www.facebook.com/bluegoldprogram